দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষাঙ্গন

কলেজে ভর্তি ও কর্মসংস্থান সমস্যা

এবার দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডে ৪ লাখ ৯০ হাজার ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি সোনালী অধ্যায়। তাই একে আমি স্বাগত জানাই। সেই সাথে শুভেচ্ছা জানাই উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রী ভাই-বোনদের। কিন্তু এই সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্য থেকে প্রায় দেড় লাখের ভর্তি সমস্যা দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাই এদের অনেকেই আজ দিশেহারা। কারণ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীট নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, চলতি বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে আমার মতামত হলো, যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আসনসংখ্যা বাড়ানো হবে তখন পলিটেকনিক, কৃষি কলেজ, প্যারা-মেডিক্যালসহ অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আসনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায় কি-না তা বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। যদি তা করা হয়, তাহলে যারা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করবে তাদের অন্তত বেকার বসে থাকতে হবে না। কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ তাদের জন্য সৃষ্টি হবে। আমাদের মতো সাধারণ বিভাগে এসএসসি এবং এইচএসসি পড়ালেখার পাশাপাশি অনেকেই চাকরি চায়, কিন্তু চাকরি হচ্ছে না। পড়ালেখা শেষ করে আজ হাজার হাজার তরুণ-তরুণী চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু বিধিবাম। আজ যদি তারা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতো, তা হলে বেকার সমস্যা এতটা প্রকট আকার ধারণ করতো না।

অতএব, আজ সময় সাময়িক অবস্থার পরিপেক্ষিতে সাধারণ কলেজ এবং কারিগরি কলেজে দু'শিফট চালু এবং অদূর ভবিষ্যতে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আসন সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করে ভর্তি সমস্যা এবং কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—নাছিরউদ্দীন আহমদ আলআমীন,
সরকারী তোলারাম কলেজ, নাঃ গঞ্জ,
গ্রাম ঃ জাজিরা, পোঃ কোন্ডা,
নারায়ণগঞ্জ।